(৪৪)

সংবাদ

তারিখ ... AUG 01 2006 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭ .....

# পাঠ্যবই সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে বিদেশ সফর!

প্রকাশনা প্রযুক্তি ও পাঠ্যবই উন্নয়নের অভিজ্ঞতার নামে আগামী ৫ আগস্ট থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত ৭ সংসদ সদস্যসহ মোট ২২ জন কর্মকর্তা ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং চীন সফরে যাচ্ছেন। এর মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় যাচ্ছেন ৭ জন, মালয়েশিয়ায় যাচ্ছেন ৭ জন এবং চীনে যাচ্ছেন ৮ জন সংসদ সদস্য ও কর্মকর্তা। গত ২৭ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিদেশ সফরের এ তালিকা প্রস্তুত করে। এ অভিজ্ঞতা সফরের জন্য ব্যয় হবে প্রায় ৫০ লাখ টাকা। বর্তমান অষ্টম জাতীয় সংসদের মেয়াদ যেখানে আর মাত্র তিন মাস সেখানে এ ধরনের সফরের উদ্দেশ্য শুধু রাজনৈতিক নেতাদের বিদেশ ভ্রমণ কি না- সেটাই প্রশ্ন। দেখা যাচ্ছে, তালিকার ১০ জন কর্মকর্তা এ বছরের মধ্যেই অবসরে যাচ্ছেন। ফলে ফিরে আসার পর তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর মতো যথেষ্ট সময়ও হাতে থাকছে না। বাকি কর্মকর্তাদের বেশিরভাগই প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত, ফলে তারাও যে কোন সময় অন্যত্র বদলি হয়ে যেতে পারেন। অবসরে যাওয়ার আগে শিক্ষা কর্মকর্তা এবং সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বক্ষণে সংসদ সদস্যদের বিদেশ সফরের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা পাঠ্যবইয়ের মান উন্নয়নে কতটা কাজে লাগবে বা আদৌ কোন কাজে লাগবে কি না-এটা সহজেই বোঝা যায়।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা সফর মূলত জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) স্থায়ী কর্মকর্তাদের দরকার হলেও নির্বাচিত কমিটিতে এনসিটিবির স্থায়ী কর্মকর্তা আছেন মাত্র একজন। অথচ এ অভিজ্ঞতা সফরের অর্ধকোটি টাকা খরচের পুরোটাই বহন করা হবে এনসিটিবির নিজস্ব তহবিল থেকে। বিদেশ ভ্রমণের এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত একজন সংসদ সদস্য বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, এ ধরনের কোন সফরের বিষয়ই তিনি জানেন না এবং তালিকায় নাম থাকলেও তিনি এ সফরে যাবেন না। তাই বোঝা যাচ্ছে কমিটির অনেক সদস্যকেই না জানিয়ে নির্বাচিত সদস্যদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এনসিটিবির কর্মকর্তাদের এক রকম বাদ দিয়েই এ সফরের আয়োজন করায় বোর্ডের কর্মকর্তাদের মধ্যেও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তারা প্রশ্ন রাখেন, বোর্ডের নিজস্ব তহবিল থেকে টাকা খরচ করে সংসদ সদস্য, প্রেষণে আসা ও অবসরে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকা কর্মকর্তাদের বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা আদৌ কোন কাজে লাগবে কি না? সরকারের এ শেষ সময়ে এসে সরকারি অর্থের অপচয় করে এ ধরনের অভিজ্ঞতা সফরের কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমরা মনে করি না। এ সফরের উদ্দেশ্য রাজনৈতিকভাবে শুধু সংসদ সদস্য এবং কর্মকর্তাদের খুশি করা কি না সেটাও বিবেচনা করার বিষয়।

সরকার যদি প্রকাশনা প্রযুক্তি ও পাঠ্যবই উন্নয়নের অভিজ্ঞতা অর্জনে এ সফরের বিষয়ে আন্তরিক হয় তাহলে তাদের উচিত এ সফর এখনই স্থগিত করে দেয়া। নির্বাচনের মাধ্যমে নতুনভাবে সরকার গঠিত হলে তারা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এর আগেও একমুখী শিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জনের নামে সরকার এ রকম বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিল; কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা কোন কাজেই লাগেনি। শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের আন্দোলনের মুখে সরকার একমুখী শিক্ষা পদ্ধতিই চালু করতে পারেনি।

একান্তই সরকার যদি এ সফর বাতিল করতে না চায় সেক্ষেত্রে এনসিটিবির স্থায়ী কর্মকর্তাদের এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। কারণ এ ধরনের অভিজ্ঞতা তাদের হলে সেটি কাজে আসবে এবং সরকার পরিবর্তন হলেও তারা তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সুযোগ পাবে। ফলে এ অর্ধকোটি টাকায় বিদেশ সফর কিছুটা হলেও কাজে লাগার সম্ভাবনা থাকবে। আর সরকার যদি বর্তমান সফর স্থগিত না করে অথবা নির্বাচিত তালিকা পরিবর্তন না করে তাহলে ধরে নিতে হবেই যে, অন্যান্য খাতের মতো গতানুগতিকভাবে এখানে অভিজ্ঞতা সফরের নামে রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। শিক্ষা নিয়ে এ ধরনের অভিজ্ঞতা সফরের ব্যবসা কোনভাবেই কাম্য নয়।